24

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 27 APR 1997
পৃঃ ১ কলাম ১

পাঁচজন পুলিশ গুলিবিদ্ধ ঃ ৩০ জন আহত

রাজশাহী ভার্সিটিতে শিবিরের সশস্ত্র তাণ্ডব ঃ ভিসি ও শিক্ষকদের বাড়িতে আগুন

রাজশাহী ব্যুরো ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শনিবার ইসলামী ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা চার ঘন্টাব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবনসহ শিক্ষকদের বাসায় বাসায় হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটিয়েছে। শিবির কর্মীদের হাতে ভাইস-চ্যান্সেলরের পরিবারের সদস্য, শিক্ষক পরিবারের সদস্যসহ বেশ কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী লাঞ্ছিত হন বলে ভার্সিটি প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র আরও জানায়, ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবন, অগ্রণী ব্যাংক এবং দৈনিক সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা এন এম জাহাঙ্গীর আলমের জিয়া হলস্থ ১০৮নং রুমে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায়। এক পর্যায়ে ছাত্রশিবির কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় একজন ওসিসহ ৫ জন পুলিশ কনস্টেবল বুলেটবিদ্ধ ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। ওসিসহ ৫ জন পুলিশের অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন এবং তারা বর্তমানে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে শিবির কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০টি বাসের ব্রেক নষ্ট করে দেয় এবং টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরপর গতকাল শনিবার সকালের পর থেকে দুপুর ২টা অবধি শিবিরের বাহিনী মুড়ি-মুড়কির মত বোমা-ককটেল ফুটিয়ে, চাইনিজ আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ক্যাম্পাসে তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে বলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন অভিযোগ করেছে। এই সমস্ত তাণ্ডবলীলা পুলিশের নাকের ডগায় হয়েছে বলেও সাধারণ ছাত্রদের অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর গতকাল রাতে জানিয়েছেন, ক্যাম্পাসে এখন কারও নিরাপত্তা নেই। হলে অবস্থানরত পরীক্ষার্থী ছাত্ররাও হল ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

(৪-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

রাজশাহী ভার্সিটিতে শিবিরের তান্ডব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত এক জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের অপসারণ দাবী করে বর্বরোচিত এই হামলা, লুটপাটের ঘটনার নিন্দা করা হয়। শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে রাজশাহীর পুলিশ কমিশনারের অপসারণ না করা হলে শিক্ষক সমিতি আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবে। এ ছাড়া গতকালের ঘটনার জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রয়োগ করে তাদের বহিষ্কার, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের মালামাল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ক্ষতিপূরণ, ক্ষতিগ্রস্ত সাংবাদিক এন এম জাহাঙ্গীর আলমকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবীসহ তার উপর হামলার নিন্দা জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি।

ঘটনার সূত্রপাত হয় গতকাল সকাল সাড়ে ৯টার দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পদ্ধতি বাতিলের দাবীতে ইসলামী ছাত্র শিবির আহূত তিন দিনব্যাপী ধর্মঘট কর্মসূচীর গতকাল ছিল প্রথম দিন। সকাল থেকেই শিবির কর্মীরা পুলিশের উপস্থিতিতে ক্যাম্পাসের প্রশাসন ভবন এলাকায় সমবেত হতে থাকে। এরপর কয়েকশ' শিবিরকর্মী ক্যাম্পাসে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল বের করে। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাসের ভিতরে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংকে কাজকর্ম বন্ধের উদ্দেশ্যে হামলা চালায়। এখানে বেশকিছু কর্মকর্তা-কর্মচারী লাঞ্ছিত হন। সেখান থেকে শিবিরকর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভবনে গিয়ে সেখানের কাজকর্ম বন্ধ করে দেয় এবং ভাঙচুর চালায়। এখানেও কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে লাঞ্ছিত করা হয়। এরপর বেলা ১২টার দিকে ক্যাম্পাসের শহীদ মিনার সংলগ্ন রাস্তায় একজন পুলিশের বার্তাবাহককে প্রহার করে। এই ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ শিবিরকর্মীদের তাড়া করে জোহা হলের দিকে নিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ কয়েক রাউন্ড টিয়ারগ্যাস সেল ছোড়ে।

শিবিরকর্মীরা পরে সংগঠিত হয়ে পাল্টা পুলিশকে তাড়া করে জুবেরী ভবনের দিকে নিয়ে যায়। এ সময় তারা ব্যাপক বোমা ফাটায় এবং গুলিবর্ষণ করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। বেলা ১টার দিকে পুলিশ শিবিরকর্মীদের তাড়া খেয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়।

শিবিরকর্মীরা এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর আব্দুল খালেকের বাসভবনে হামলা চালিয়ে দু'টি গাড়িসহ বাসভবনের নীচতলার আসবাবপত্র ও দরজা-জানালা ভাঙচুর করে এবং পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছিত করে। প্রায় একই সময়ে শিবিরের বাহিনী বাণিজ্য অনুষদের সাবেক ডীন হাবিবুর রহমান আখন্দ ও জোহা হলের প্রভোস্ট ডঃ আব্দুর রহমান সিদ্দিকীর বাসভবনে হামলা চালায়। এখানে তারা পুরো বাসভবনের আসবাবপত্র ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায় এবং পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছিত করে। বেলা দেড়টার দিকে আরেকদল শিবিরকর্মী জিয়া হলের ১০৮ নং রুমে নিয়ে সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জাহাঙ্গীর আলমের বইপত্র-ক্যাসেট, ঘড়িসহ নগদ টাকা লুটপাট করে নেয় এবং রুমটি ভাঙচুর করে।

গতকাল বিকালে রাজশাহীতে অবস্থানরত পরিকল্পনা এবং বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দীন খান আলমগীরকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে গতকালের হামলার তাণ্ডবচিত্র দেখানো হয়। আজ রোববার সকাল ১০টায় সিন্ডিকেটের জরুরী সভা ডাকা হয়েছে।

ঘটনার নিন্দা জানিয়ে ও দোষীদের শাস্তির দাবী করে ছাত্রলীগ (শা-পা), ছাত্র ইউনিয়ন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রলীগ (কা-হু), জাতীয় সমন্বয় কমিটি ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট বিবৃতি দিয়েছে।

অন্যদিকে ইসলামী ছাত্র শিবির রাঃ বিঃ শাখা এক বিবৃতিতে তাদের শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট চলাকালে ভাইস-চ্যান্সেলরের মদদে পুলিশ বাহিনী নির্বিচারে লাঠিচার্জ করে ১৫ জন ছাত্রকে আহত করার নিন্দা জানিয়েছে।